ক. সংস্কৃতের উপর আর্যেতর ভাষাসমূহের প্রভাব ঃ

মানবসমাজের ভাব বিনিময়ের এক উন্নততর সক্রিয় প্রকাশমাধ্যম হল ভাষা। এই অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মানুষের একক মনের সূক্ষ্ম মনন ও চিন্তনকে অন্য মনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই ভাষার জন্ম। এই ভাষার আন্তর পরিবর্তন যেমন নিত্য ও সক্রিয়, তেমনি বহিরাগত প্রভাবও অনায়াস লক্ষ্য।

ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সমগ্র ভারতে আর্যভাষার প্রাধান্য থাকলেও আর্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নয়। আর্যভাষাও ভারতের আদি ভাষা নয়। বর্তমান ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি সমষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম আগন্তুক সম্ভবতঃ অস্ট্রীক (Austic) বা নিষাদ জাতি। অস্ট্রীক জাতির পর আগমন ঘটে সম্ভবতঃ দ্রাবিড় (Dravid) জাতির। ভারতে সম্ভবতঃ সর্বশেষ আগন্তুক ভোট চীনীয় (Sino-Tibetan) বা কিরাত ভাষাগোষ্ঠীর। অতএব ভারতের আর্যেতর জাতি বলতে এই তিনটি জাতিগোষ্ঠীকেই বোঝায়।

ভারত মহাদেশে নানা জাতি ও তাদের ভাষার সহাবস্থানকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্যভাষায় আর্যেতর প্রভাব সংঘটিত হয়। এই প্রভাব এক দিনে ঘটেনি, ঘটেছিল বহু যুগযুগব্যাপী পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং জাতিগত ক্রমিক সংমিশ্রনের ফলে। এই প্রভাব ভারতীয় আর্যভাষায়-ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থতত্ত্ব-প্রভৃতি প্রতিটি ভাষিক স্তরেই লক্ষণীয়।

১. অস্ট্রীক। নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষা ও তাহার প্রভাব ঃ

পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রত্ন আস্ট্রালয়েড্ (Proto-Australoid) জাতির যে শাখা ভারতে এসেছিল তারই এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে অস্ট্রীক জাতির সৃষ্টি করে। তবে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি সমষ্টির মধ্যে এরাই যে

প্রচীনতম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অস্ট্রীক জাতির মূল বাসস্থান কোথায় ছিল এবং কোন পথ দিয়ে তাদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর আছে। সারা পৃথিবীতে অস্ট্রীক জাতির লোকসংখ্যা খুবই কম। এই ভাষা ভারতীয় আর্যভাষাকে বিশেষকরে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

ভারতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা নিষাদ ভাষা গোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র হল ছোটনাগপুর অঞ্চল, উড়িষ্যা মাদ্রাজের সন্নিহিত অঞ্চল এবং মধ্য প্রদেশের সাতপুরা অঞ্চল। অস্ট্রীক ভাষার যে বহুধা বিভক্ত শাখাটি ভারতবর্ষে প্রচলিত সেটা সাধারণতঃ কোল বা মুণ্ডা ভাষা নামেই পরিচিত। মুণ্ডা ভাষার দুটি শাখা- পশ্চিমা ও পূর্বী। পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত শবর, কোরকু, খড়িয়া ও জুয়াং। এবং পূর্বী শাখার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালী, মুন্ডারী, হো, ভূমজ। অস্ট্রীক গোষ্ঠীর আর একটি শাখা 'মোন্-খমের'। এই ভাষারই অপর একটি শাখা মায়ানমা ও ইন্দোচীনে, নিকোবর দ্বীপে এবং আসামে 'খাসী' ভাষারূপে বর্ত্তমান। এই ভাষাগুলির কোনটিই উন্নত নয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে পর্যন্ত কোনটিই লেখায় বাঁধা পড়েনি। ভারতে প্রচলিত অস্ট্রীক গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

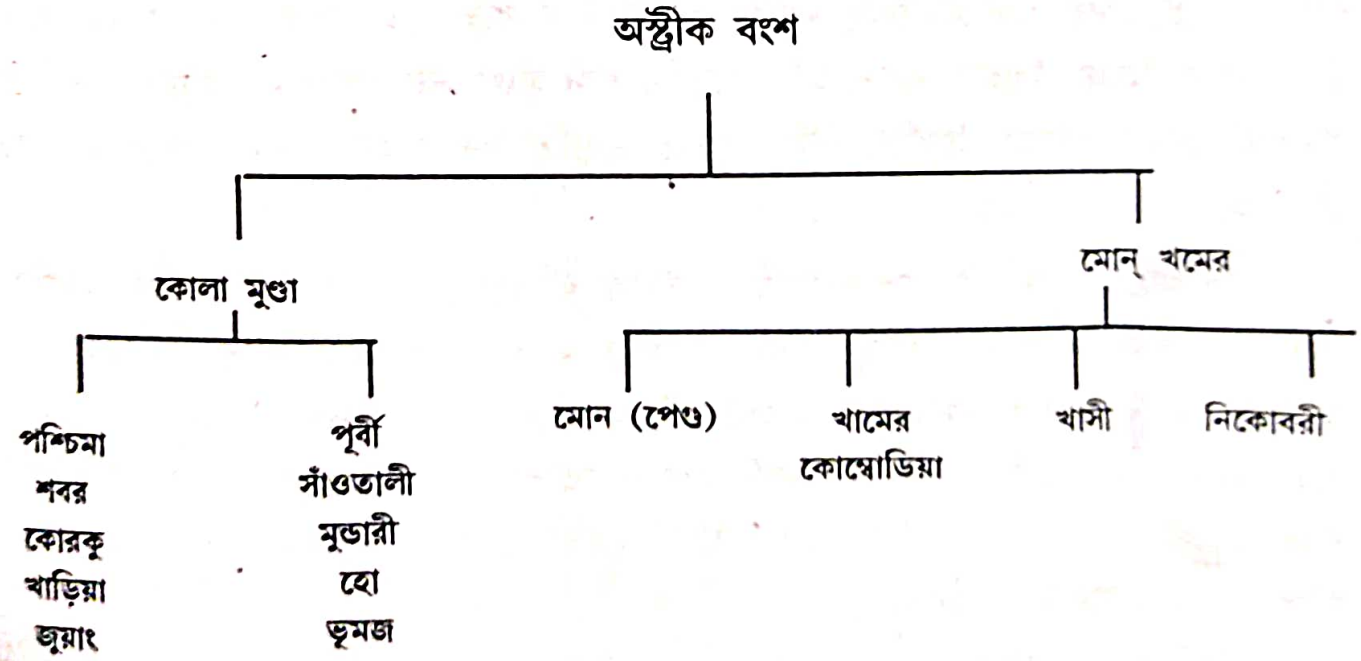

এই বংশের ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতালী। কারণ, আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালী ভাষাভাষী জনসাধরণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। সাঁওতালী ভাষা বিহারের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, রাচি প্রভৃতি অঞ্চলে বেশী প্রচলিত। এই ভাষা এখন নিজস্ব লিপি আলচিকিতে লেখা হয়।

এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুন্ডা ভাষা অতিশয় প্রাচীন হলেও সাম্প্রতিক কালের পূর্বে এই ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়ানি। দীর্ঘকাল আর্যভাবার সান্নিধ্যে থাকার ফলে এই ভাষার উপর যে আর্যভাষার প্রবল প্রভাব পড়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার ভারতীয় আর্যভাষার উপরও মুণ্ডাভাষার বহুল প্রভাব লক্ষণীয়। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতীয় জীবনযাত্রা, আচার- অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে মুণ্ডা প্রভাব বর্তমান।

সুপ্রাচীন কাল থেকে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে বেশ কিছু মুণ্ডা শব্দ সংস্কৃত ভাষাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বৈদিক যুগেও সংস্কৃত ভাষার উপর অস্ট্রীক ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'শম্বর', 'অর্বুদ' প্রভৃতি অসুরের নাম এবং 'দণ্ড', 'অন্ড' প্রভৃতি শব্দ সম্ভবতঃ অস্ট্রীক বা নিষদ ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছিল। অলাবু, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল, নীর, ফল, লাঙ্গল, নারিকেল, সর্ষপ, উন্দুর, প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা থেকেই সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

'দেশী' বলে অভিহিত এবং 'অজ্ঞাতমূল' অনেক শব্দই মুণ্ডাভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রীক বা মুণ্ডা ভাষা থেকে যে সমস্ত শব্দ সরাসবি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে, সেই শব্দগুলিকেই যথার্থ 'দেশী' শব্দ বলে গ্রহণ করা হয়। খোকা, খড়, খুঁটি, ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঝাউ, মুড়ি প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা ভাষারই দান। এছাড়া প্রচলিত বাংলায় উচ্ছে, ঠোঙ্গা, চিংড়ি, ঢিপি, ঢেঁকি প্রভৃতি শব্দও মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়।

সংস্কৃতে মুণ্ডা বা কোলভাষার প্রভাব থাকলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনও গবেষণাসাপেক্ষ। অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সংস্কৃত শব্দের মূল উৎস সন্ধান করা হয়। যেমন— মালয়ী ভাষায়- ম্যেন্ তঙ্গ (main-tong)= "হস্তী", সংস্কৃতে-মাতঙ্গ। অস্ট্রীক ভাষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উপসর্গ যোগে পদগঠন। সংস্কৃতে এই জাতীয় পদ দেখা যায়। যথা- দোলা, দোলায়তে। কিন্তু আ-ন্দোলয়তি, হিন্দোল, হি-ন্দোলয়তি ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে (OIA) অনুপ্রবিষ্ট কতকগুলি অস্ট্রীক শব্দ ঃ

প্রাণীবাচক : কুক্কুট, মাতঙ্গ, গজ, উন্দুর, পতঙ্গ ইত্যাদি।

বিকৃত অঙ্গবাচক : পঙ্গু, লঙ্গ, কুব্জ।

পুষ্পবাচক : পুণ্ডরীক।

ফল, বৃক্ষ, দ্রব্যবাচক : কদলী, নারিকেল, তাম্বুল, অলাবু, নিম্বুক, জম্বু, উদুম্বর, ডাড়িম।

বাদ্য সংক্রান্ত : দুন্দুভি, পটহ ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত : শৃঙ্খল, লাঙ্গল, বাণ, করবী, দণ্ড, যষ্টি ইত্যাদি।

২. দ্রাবিড় ভাষা ও তাহার প্রভাব ঃ

আনুমানিক ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দ্রবিড় জাতির ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। সম্ভবতঃ অস্ট্রীক জাতির পর এরা ভারতবর্ষে এসেছিল। দ্রবিড় জাতির প্রকৃত পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন এই ভাষাটি 'ফিন্নো-উগ্রীয়' ভাষাপবিবারের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ দ্রাবিড় জাতিকে সুমেরীয় জাতির শাখা বলে মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে দ্রাবিড় জাতি ঈজিয়ান ও আর্মেনয়েড্ জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। দ্রাবিড় জাতির আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে।

আর্যজাতির ভারত আগমনের বহু পূর্বেই দ্রাবিড় ভাষা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে সম্ভবতঃ এই দ্রাবিড়দের দাস- দস্যূ- অসুর বলে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘকাল আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে যে এক সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তার প্রভাব শুধু জাতীয় ভাবধারায় নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। কিন্তু মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ ভারতে কথিত দ্রাবিড় ভাষা প্রধানতঃ চারটি— তামিল, কন্নড় (কানাড়ী), মালয়ালম্ এবং তেলেগু। এরমধ্যে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত তামিল, কন্নড়, মালয়ালম। আর অন্ধ্র শাখার অন্তর্গত তেলেগু ভাষা।এই চারটিই উল্লেখযোগ্য দ্রাবিড় ভাষা। এছাড়া দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরোও চারটি গৌণ ভাষা- টুলু, টোডা, কোটা, কুড়গু (কুর্গী) ভাষা। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অনুন্নত কিছু ভাষা - গোণ্ডী, ওরাওঁ, কুই, কোলামী, মালতো- মধ্য ও পূর্ব ভারতে প্রচলিত আছে। দ্রবিড় গোষ্ঠীর আরোও একটি শাখা 'ব্রাহুই' উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেলুচিস্থানে বর্তমান।

তামিল ঃ তামিল ভারতবর্ষেব দক্ষিণ প্রান্তের পূর্বার্ধের ভাষা, শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত। এদের আদি নিবাস সম্ভবতঃ পূর্ব- ভূমধ্যসাগরীয় এশিয়া মাইনর ও ক্রীট বা ঈজিয়ান দ্বীপসমূহে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন তামিল